গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ও চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১১

প্রতিপাদ্য বিষয় : অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী উন্নয়নে পণবন্দী

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
১৯ চৈত্র ১৪১৭
০২ এপ্রিল ২০১১

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় এবারো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এবং চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যুগপৎ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে প্রতিটি শিশুই জনসম্পদে পরিণত হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সকল ধরনের প্রতিবন্ধীসহ অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, যা পরিবার ও সমাজের জন্য উদ্বেগজনক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিস্টিক শিশু-কিশোররা যাতে অবহেলার শিকার না হয় সেজন্য তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর এ অংশের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি সমাজের বিত্তবান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠনকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯ চৈত্র ১৪১৭
০২ এপ্রিল ২০১১

বাণী

'ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' ও 'চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' একসাথে ২ এপ্রিল ২০১১ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের পরিবার ও পরিচর্যাকারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিবন্ধিত্ব মানব সৃষ্টির একটি অংশ। সবাইকে নিয়েই এই বিশ্ব। তাদেরকে নিয়েই বাংলাদেশকে এগুতে হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধীদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের সরকার মানসিক ও শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রতিবন্ধীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সমাজ আরো বেশি নিবেদিত হবে।

আমি দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ও চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনের সংবাদ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দবহ। এ দিবসে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য রইলো আমার শুভকামনা।

আমাদের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো, দেশের সকল মানুষের অধিকার সুরক্ষা, সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। প্রতিবন্ধী জনগণও এ কর্মবলয়ের বাইরে নয়। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা সৃষ্টিতে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের এখনও অটিজম ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই।

দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অটিজম ও অটিস্টিক শিশুদের সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং পাশাপশি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া আবশ্যক। আমি আশা করি, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলধুলা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এবং চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের সকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং দেশের এই সুবর্ণ নাগরিকদের অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি।

২৭/৩/০১১

এনামূল হক মোস্তফা শহীদ এমপি

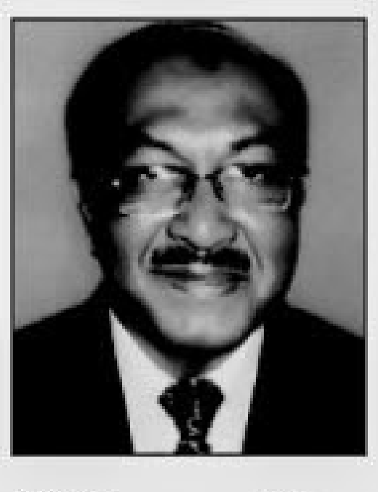

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অটিস্টিক জনগোষ্ঠির অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২০০৮ সালে বছরের ২ এপ্রিল দিনটিকে প্রথম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তাদের সাথে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' একই দিনে পালন করছে। এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' এবং 'চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অটিজম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন অভিধা। অথচ, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে শিশু কিশোরদের বিশাল অংশ অটিজমের শিকার। কিন্তু, সে তুলনায় অটিজম সম্পর্কে বাংলাদেশে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ সমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অটিস্টিক শিশুকিশোরদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এ দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় উন্নয়নে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের মহৎ প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অঙ্গীকার বাস্তব রূপ নেবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

ভারপ্রাপ্ত সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বব্যাপী সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ২ এপ্রিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। প্রতি বছর সাড়ম্বর আয়োজনে একই দিনে দিবস দু'টি পালিত হয়। এ বছরও দেশব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় ও সমাজের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে এ দিবসের উদ্‌যাপন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে পরিচালিত সকল ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পণবদ্ধ। জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' এর প্রতিপাদ্য '***অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী উন্নয়নে পণবন্দী***' আমাদের অন্তর্লোকে ধারণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বলতে হবে 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি'।

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীসহ সকল মানুষের কল্যাণে আমরা সবাই যেন ব্রতী হই।

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রম ও সমাজসেবা অধিদফতর

মোঃ মশিউর রহমান
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

প্রতিবন্ধী বিষয়ক সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ বিশ্বজনীন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী সমস্যা মোকাবেলা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণে বাংলাদেশের ভূমিকা অগ্রণী। বাংলাদেশের সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে, তাতে অন্যান্য নাগরিকদের মত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লাভ করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতি এবং সংবেদনশীল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রবর্তন করেন সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশ গ্রহণ, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এপ্রিল ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ প্রণীত হয়। ২০০৬ সালে ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ গৃহিত হয়। অর্থাৎ জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ গৃহিত হওয়ার ৫ বছর পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে তাঁর বিগত শাসন আমলে বর্ণিত আইনটি প্রণীত হয়।

বাংলাদেশ ৯ মে ২০০৭ তারিখে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদে ৯ মে ২০০৭ সালে স্বাক্ষর করে। এ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের এবং বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের অঙ্গিকার আবশ্যিক হয়ে দাড়ায়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন এবং তাদের কল্যাণে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির বিপুল সংখ্যক লোক প্রতিবন্ধী। সরকারী এবং বেসরকারী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০১১ সালের আদম শুমারীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম ঃ

সমাজভিত্তিক কার্যক্রম ঃ ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে দেয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এজন্য বরাদ্দ রয়েছে ১০২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। মাসিক ৩০০ টাকা হারে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ ভাতা গ্রহণ করছেন। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্রদের এ উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এজন্য বরাদ্দ রয়েছে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং ১৮ হাজার ৬২০ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র এ উপবৃত্তি গ্রহণ করছে।

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ ঃ সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে সহজ শর্তে, বিনা জামানতে এবং বিনা সুদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে এ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ জন্য সরকারের মোট বরাদ্দ রয়েছে ৭৯ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ৮৮ হাজার।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ঃ সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, পাঁচটি সরকারী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সাতটি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ই.আর.সি.পি.এইচ), ইআরসিপিএইচএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী ও কর্মসংস্থানের জন্য প্লেসমেন্ট সার্ভিস, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের জন্য একটি ব্রেইল প্রেস, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইআরসিপিএইচ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় মৈত্রী শিল্পের অধীনে একটি প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, একটি মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাগেরহাটে একটি গ্রামীণ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন উপ-কেন্দ্র এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য চট্টগ্রামের রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ওয়াদা পূরণ ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে UNESCAP ঘোষিত ১২টি এজেন্ডার প্রতি বাংলাদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং এজেন্ডা পূরনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতরের ভূমিকা অত্যন্ত দৃঢ়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে ৬ বিভাগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ এবং ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিলড্রেন এন্ড টি এন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল এবং কনস্ট্রাকশন অব শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব স্পেশালাইজড হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া সমাজসেবা অধিদফতরের চাকরির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীতে প্রবেশের সময়সীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিল করণের বিষয়ে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এ বিষয়ে নিয়োগ বিধি সংশোধনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে কাজ করলেও সকল মন্ত্রণালয়, প্রতিবন্ধী বিষয়ক সংগঠন, সচেতন জনগোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজের সমন্বিত প্রয়াস বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিবন্ধী কল্যাণে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন

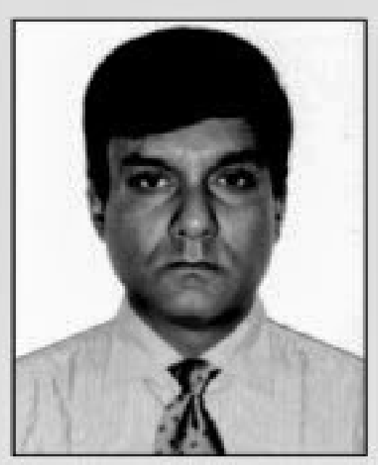

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন

বাংলাদেশ সরকার সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের এই দেশেরই নাগরিক এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আমদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা না গেলে সুষম উন্নয়ন কোনভাবেই নিশ্চিত করা সম্ভব হবেনা। শুধু আমাদের দেশেই নয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের জন্য বাধাহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকের সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করা বেসরকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুদান এবং সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে আসছে। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ঋণ ও অনুদান বাবদ যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ এবং ৮৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দে "Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh" শীর্ষক দেশব্যাপী ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন।

দেশের প্রতিবন্ধী মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ। এসকল কেন্দ্রের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী, বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে হুইলচেয়ার, ট্রাই সাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এসকল কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরে আরো ১০ টি জেলায় এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে–গোপালগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, বাগেরহাট, বরিশাল, হবিগঞ্জ ও কুমিল্লা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ এপ্রিল ২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন ভ্রাম্যমাণ 'ওয়ান স্টপ' থেরাপি সার্ভিস চালু করে। এর আওতায় গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় চার হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পাশাপশি অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ শুধু থাকার জায়গার অভাবে ঢাকায় এসে চাকুরির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননা। এ জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন নিজস্ব ক্যাম্পাসে একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ হোস্টেল এবং একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মহিলা হোস্টেল চালু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ এপ্রিল ২০১০ হোস্টেল দুটি উদ্বোধন করেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন। এসব প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অব মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন, টিচার্স ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন বাংলা সাইন ল্যাংগুয়েজ, অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বগত ২৫ নভেম্বর ২০০৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেই সভা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অবহেলিত মানুষটির নিকটও উন্নয়নের ছোঁয়া পৌছানো সম্ভব। প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক অঙ্গীকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের দু'দশকের পথচলা

খন্দকার জহুরুল আলম
সভাপতি, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের কুড়ি বছর পূর্তি উদযাপন করা হল। বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মানবাধিকার সুরক্ষা এবং তাদের জন্য সমতা ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে ১৯৯১ সালের এই দিনে যাত্রা শুরু করে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। মাত্র ২২টি সংগঠনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই ফোরামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩২৯টি, যার মধ্যে বাংলাদেশের ৫৯টি জেলায় কর্মরত স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এমন একটি একীভূত সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দৃশ্যমাণ হবেন, মর্যাদা ও অধিকার উপভোগ করবেন এবং দেশ গঠনে অন্যদের মতোই সমান ভূমিকা রাখবেন।

সরকারী-বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বেসরকারী সংগঠনসমূহের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সদস্য সংগঠনসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর পাশাপাশি জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি সরকারের সাথে যৌথভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় মেলা আয়োজন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরো দৃঢ় করেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। সরকারের সাথে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের এই যৌথ কর্মকান্ডকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সরকার ও এনজিও'র পারস্পরিক সহযোগিতার সেরা উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে UNESCAP।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম সৃষ্টির পর দেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১, ১৮টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২০০১ সালে বর্ণিত আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি গঠন, জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সনদের খসড়া প্রণয়ন, বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ স্বাক্ষর, অনুসমর্থন এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুসমর্থনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ঘোষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও উদযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ফোরামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধিতার ইস্যুকে রাজনৈতিক এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতিহারে অর্ন্তভুক্ত করার ক্ষেত্রে ফোরাম জোরালো ভূমিকা পালন করে। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ছবিসহ ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াকালীন নির্বাচন কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার সুরক্ষার জন্য ৮ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করে। ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে আইনসম্মত শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি ভোটার নিবন্ধন ফরমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রবর্তন এবং ২০০৯ সালে শিক্ষানীতির খসড়া(২০০৯) এ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূল ধারার বিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ফোরামের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থায় ৪৬ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণসহ বাংলা ইশারা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

বর্তমান ও আগামীর কিছু ইস্যু

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টিকে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিদ্যমান Allocation of Business সংশোধন করা প্রয়োজন। দেশের ৫৪টি সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষা প্রদানে সক্ষম ৫৪ জন ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ আশু প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক জরিপ পরিচালনা করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করাও জরুরী।

সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ সকল ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.janatabank.bd.com

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
website : www.agranibank.org

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
www.rupalibank.org

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
Bangladesh Krishi Bank
গ্রামবাংলারগণমানুষের ব্যাংক
www.krishibank.org.bd